জাতীয় পাট দিবস-২০১৮ ও বহুমুখী পাটপণ্য মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

৬ মার্চ ২০১৮, মঙ্গলবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ,

প্রিয় পাটচাষি, পাটখাতের উদ্যোক্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

'জাতীয় পাট দিবস-২০১৮' উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয়বারের মত দেশে জাতীয় পাট দিবস পালিত হচ্ছে। আমি পাটচাষ, পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সুধিমন্ডলী,

'সোনালি আঁশ' পাটের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ৬ই মার্চকে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাট আমাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আপনারা জানেন, তৎকালীন পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হ'ত পাটখাত থেকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৯০ ভাগ আসত পাট থেকে। আমি বিশ্বাস করি, এখনও পাটের সেই অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের পাট উৎপাদন করি। আমরা পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং কাঁচাপাট রপ্তানিতে প্রথম স্থানে রয়েছি।

পাট আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ছয়দফা আন্দোলনের ঘোষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে পাটের অবদানের বিষয়টি এনেছেন।

সত্তর-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারে পাট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম।

পাট বাংলাদেশকে সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছে। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে পাটের ব্যবহার ও চাহিদা একসময় কমতে থাকে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য ধানচাষকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় কৃষক পাটচাষের চেয়ে ধান চাষে বেশি মনোযোগী হয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে আবার পাটের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আমাদের অনেকের শৈশব স্মৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বিস্তীর্ণ পাটক্ষেত এবং পাট ও পাটখড়ি শুকানোর মনোরম দৃশ্য। সেই সময় পাট বিক্রির টাকায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ব্যয়, ভ্রমণ ব্যয় ইত্যাদি সকল ব্যয় বহন করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানের তরুণ প্রজন্ম পাটের সেই অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয়।

পাটের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের জানার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। সম্মানিত শিক্ষক, অভিভাবক এবং সচেতন ব্যক্তিগণ পরবর্তী প্রজন্মকে নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিবেন-এটি আমার প্রত্যাশা।

১৯৭৫-পরবর্তী সরকারগুলোর অদূরদর্শিতার কারণে পাটের সোনালি ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০২ সালে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধ করে দিয়ে পাট শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। এতে মিলের প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েন।

আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পাটের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বন্ধ পাটকলসমূহ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমরা ৫টি বন্ধ পাটকল চালু করেছি। এর ফলে প্রায় ১০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'' বাস্তবায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলসমূহে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যকে বহুমুখী করার বিষয়টিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর মাধ্যমে এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে।

বিশ্বের পরিবেশ রক্ষায় দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। পাট চাষ সম্প্রসারণ এবং অধিকহারে পাটপণ্য ব্যবহার করে আমরা পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে এই বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি।

সুধিমন্ডলী,

শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনও বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। প্রতিবছর কাঁচাপাট, প্রচলিত পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে, যা রপ্তানি আয়ের ৩.৮৬ শতাংশ। পাটচাষ থেকে পাটপণ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

পাট চাষে সরাসরি প্রায় ৩০ লাখ কৃষক, পাটশিল্পে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী, পাট বাণিজ্যে প্রায় ১ লাখ ব্যবসায়ী এবং পাট সংশ্লিষ্ট পরিবহন ও অন্যান্য সেবা খাতে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম নারী ও পুরুষ নিয়োজিত রয়েছেন। পাটের সম্ভাবনাকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারি, তবে আমাদের রপ্তানি আয় অনেক বেড়ে যাবে।

আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে বহুদূর এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশের পাটপণ্য যাতে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয় সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিত গবেষণা ও উদ্ভাবন। পাটের উন্নত চাষাবাদ ও বহুমুখী ব্যবহারের জন্য আমাদের গবেষকরা কাজ করে যাচ্ছেন।

ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিসরে উন্নত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে চাই আমাদের বিজ্ঞানী মরহুম ড. মাকসুদুল আলমকে। তাঁর নেতৃত্বে পাটের 'জীবন রহস্য' উন্মোচিত হয়েছে। ফলে পাটের উন্নত চাষাবাদের নতুন সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যেই সোনালি আঁশ হতে 'সোনালি ব্যাগ' এবং পাট পাতা হতে তৈরি চায়ের ন্যায় পানীয় উৎপাদনে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

পাটকলগুলোকে লাভজনক করতে হবে। পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। পাট ব্যবসায়ীদের টাকাও সময় মত পরিশোধ করতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলে পাটের হৃত গৌরব আবার ফিরে আসবে।

আমি পাট মন্ত্রণালয়, বিজেএমসি, বিজেসিসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

বর্তমানে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪১ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ৬১০ ডলার হয়েছে। একই সময়ে রপ্তানি আয় ও

বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। থ্রী-জির পর ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট। ৯০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছি।

স্বাস্থ্যসেবা আজ মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২.৪ বছর। মেট্রোরেল, পায়রা বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। খুব শিগগিরই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে।

আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। সারাদেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এতে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। আমরা আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এ দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

আমরা বিশ্বাস করি সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সকল সহায়ক পরিবেশ ও সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আমরা আপনাদের সকলকে নিয়ে ২০২১ সালে মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাহলেই আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা রেখে যেতে সক্ষম হব।

‘সোনালি আঁশ’- পাট আমাদের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে ‘জাতীয় পাট দিবস-২০১৮’ এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...